আপনি মা হতে চলেছেন?

একটি সুন্দর রোগমুক্ত ফুটফুটে শিশুর জন্ম দেওয়াটা নিশ্চয়ই আপনার স্বপ্ন
আপনি নিশ্চয়ই আপনার নাম নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে/উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নথিভুক্ত করিয়েছেন।
আপনি নিশ্চয়ই রক্তচাপ, রক্তে হিমোগ্লোবিনের আর সুগার এর মাত্রা দেখে নিয়েছেন।
প্রস্রাবে এ্যালবুমিনের পরীক্ষাও করিয়েছেন।
টিটেনাসের টীকাও নিশ্চয়ই নিয়েছেন।

কিন্তু শিশুর শরীরে এইচ আই ভি ও সিফিলিসের মতন রোগ প্রতিরোধের জন্য, নিজের পরীক্ষা করিয়েছেন কি?

যদিনা করে থাকেন, নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবশ্যই নিজের এইচ আই ভি ও সিফিলিসের পরীক্ষা করান এবং নিজের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত হোন। আপনার শিশুর স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করুন।

যারা এইচ আই ভি ও সিফিলিস আক্রান্ত নন, তারা নিকটবর্তী হাসপাতালের আই সি টি সি বা সুরক্ষা ক্লিনিক - এ গিয়ে জেনে নিন কি করে ভবিষ্যতেও নিজেকে এইচ আই ভি ও সিফিলিস মুক্ত রাখা যায়।

যারা এইচ আই ভি আক্রান্ত, তারা যাতে নিজের জীবন সুরক্ষিত রাখতে ও সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারেন, তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাপনা সরকারি হাসপাতালে পাওয়া যায়।

এইচ আই ভি আক্রান্ত জানতে পারলে, আপনি সত্বর এ আর টি সেন্টার -এ যোগাযোগ করুন। এখানে বিনা খরচে সারা জীবনের জন্য এ আর টি ওষুধ দেওয়া হয় এবং সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক অসুবিধার জন্য যথাযথ পরামর্শদান করা হয়। মনে রাখবেন তাড়াতাড়ি এ আর টি শুরু করলে আর নিয়মিত এ আর টি ওষুধ খেলেই আপনি নিজেও সুস্থ থাকবেন আর সন্তানের মধ্যে এইচ আই ভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুলাংশে কমে যাওয়া সম্ভব।

প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব অত্যন্তই গুরুত্বপূর্ণ, তাতে সন্তানকে উপযুক্ত প্রতিষেধক (নেভারাপিন) যথাযথ সময়ে দেওয়া সম্ভব। এই প্রতিষেধক জন্ম থেকে ন্যূনতম ছয়সপ্তাহ পর্যন্ত দেওয়া দরকার।

জন্মের পর প্রথম ছয়মাস শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সন্তানের বয়স যখন ছয় সপ্তাহ, তখন বাচ্ছাকে অন্যান্য নিয়মমাফিক টীকাকরণের সাথে যুক্ত রাখবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২০ সালের মধ্যে মায়ের থেকে সন্তানের এইচ আই ভি ও সিফিলিসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

NATIONAL HEALTH MISSION
রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য মিশন

KNOW ABOUT AIDS
1097
TOLL FREE

West Bengal State AIDS
Prevention & Control Society